الأربعين النووية

ইমাম নববীর
৪০ হাদীস

বিষয়: লেখক রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনি

আয়োজনে

তাহযিব ইনস্টিটিউট

দ্বীনি জ্ঞানার্জনের উন্মুক্ত প্লাটফর্ম

www.tahzibinstitute.com

ইমাম নববী রহ. এর জীবনী

নাম: ইমামুল হাফিজ আবু জাকারিয়া মুহইউদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শারাফ।

জন্ম: দামেস্কের নাওয়া গ্রামে ৬৩১ হিজরীর (১২৩৩ সন) মুহাররম মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইলম অর্জন: শৈশব থেকেই ইলম অর্জনের প্রতি ছিল অসামান্য টান। সাবালক হতে হতে তিনি কুরআন কারিম হিফজ করেন। ১৮ বছর বয়সে নিজ গ্রাম নাওয়া ছেড়ে দামেশকে ইলম অর্জনের জন্য পাড়ি জমান। হয়ে ওঠেন একাধিক শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী। ফিকহ, হাদীস, আরবী ভাষায় প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

ব্যক্তিজীবন: ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদামাদা। অনাড়ম্বর চলাফেলা, তাকওয়া ও পরহেযগারিতায় পূর্ণ ছিল তাঁর জীবনযাপন।

ইমাম নববী রহ. এর জীবনী

তাঁর লিখিত বইসমূহ: তাঁর স্বল্প জীবনের অনেক বিখ্যাত বই রচনা করে গেছেন। সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিনহাজ, রিয়াযুস সালেহীন, আরবাউনা নাওয়াবিয়্যাহ, আযকার, আত তিবইয়ান ফি হামলাতিল কুরআন ইত্যাদি।

মৃত্যু: ৬৭৬ হিজরীর ১৪ রজব, বুধবার রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে মারা যান। রহিমাহুল্লাহু তা‘য়ালা...

الأربعين النووية

ইমাম নববীর ৪০ হাদীস

বিষয়: আল আরবাউনা নববিয়্যাহ কিতাব পরিচিতি

আয়োজনে

তাহযিব ইনস্টিটিউট

দ্বীনি জ্ঞানার্জনের উন্মুক্ত প্লাটফর্ম

www.tahzibinstitute.com

ভূমিকা থেকে

কিতাব রচনার কারণ: পূর্বের অনেক মনীষি ৪০ হাদীস নিয়ে গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে ইমাম নববী রহ. ইসলামের মৌলিক বিষয় নিয়ে এটি সংকলন করতে প্রয়াসী হন। পাশাপাশি রাসূল সা. এর হাদীস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কিতাবটি সংকলন করেন।

من حفظَ على أُمَّتِي أربعينَ حديثا من أَمرِ دِينِها بعثهُ اللّٰهُ يومَ القيامةِ من زمرةِ
الفقَهاءِ والعلماءِ . وفي رواية : بعثهُ اللّٰهُ فقيها عالما . وفي رواية أبي الدرداءِ –
رضي الله عنه – : وكنتُ لهُ يومَ القيامةِ شافعًا وشهيدا . وفي روايةِ ابن مسعودٍ
– رضي الله عنه – قيلَ له : ادخلْ من أيّ
أبوابِ الجنةِ شئتَ

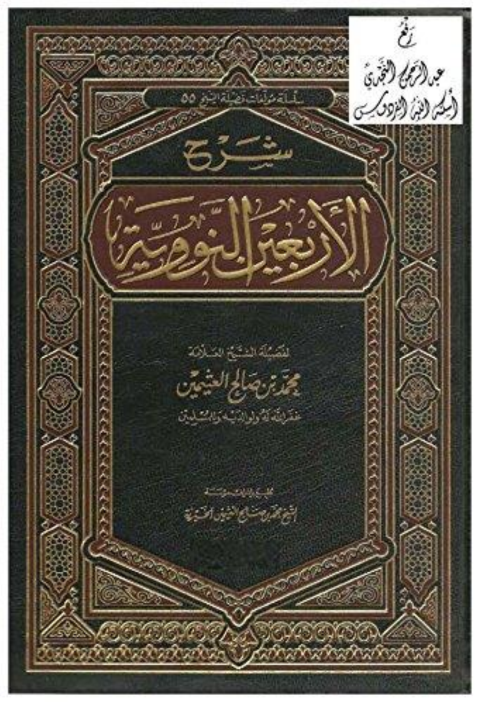
سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ ٥٥
شرح
الأربعين النووية
لفضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

কিতাব পরিচিতি

বিষয়বস্তু: ইমাম নববী রহ. উক্ত কিতাবে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিতাবটির প্রতিটি হাদীস একেকটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধি বিধান ও শিয়ার সম্বলিত।

হাদীসের সংখ্যা: ইমাম নববী রহ. মূলত সর্বমোট ৪২ টি হাদীস এনেছেন কিতাবটিতে। অধিকাংশ হাদীসের ভিত্তিতে নামকরণ করেছেন ‘চল্লিশ হাদীস’।

বৈশিষ্ট্য: লেখক রহ. সংকলনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় প্রাধান্য দিয়েছেন, বিষয়ের বৈচিত্র্যতা ও সহীহ সনদ। ২৯ হাদীস তিনি বুখারী অথবা মুসলিম থেকে নিয়েছেন। ১৪ টি হাদীস বুখারী মুসলিমের বাইরে থেকে নিয়েছেন যা সহীহ বা হাসান পর্যায়ের। তিনটি হাদীস দুর্বল হলেও সেগুলোর অর্থ বিশুদ্ধ।

এক টুকরো অনুপ্রেরণা

রাসূল সা. বলেছেন,

" نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ ... "

“যে আমার কোন কথা শুনেছে, তারপর তা সঠিকভাবে মনে রেখেছে এবং সেভাবেই অন্যের নিকট পৌছে দিয়েছে আল্লাহ সেই ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন।”

[তিরমিযি: ২৬৫৮]

الأربعين النووية

ইমাম নববীর ৪০ হাদীস

বিষয়: হাদীসের পরিচয়

আয়োজনে

তাহযিব ইনস্টিটিউট

দ্বীনি জ্ঞানার্জনের উন্মুক্ত প্লাটফর্ম

www.tahzibinstitute.com

হাদীস পরিচিতি

হাদীসের শরয়ী সংজ্ঞা:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من قول أو فعل، أو تقرير، أو وصف خَلْقي أو خُلُقي.

রাসূলের সাথে কথা, কাজ, সমর্থন অথবা সৃষ্টি ও অভ্যাসগত বর্ণনা হলো হাদীস।

ইসলামের দ্বিতীয় উৎস পবিত্র হাদীস। ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ অনুধাবন ও কুরআন হাদীস জানা ও আমল করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক।

কুরআনের সাথে হাদীসের সম্পর্ক

সমর্থকবাচক (تقريرية): যে সকল বিধান কুরআন কারিমের অনুরূপ হাদীসেও এসেছে। যেমন, ঈমান, ঈমানের রুকনসমূহ, সালাত, হালাল হারামের বিধান ইত্যাদি।

ব্যাখ্যামূলক (تفسيرية) : কুরআন কারিমের কোনো বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা, সংক্ষেপন বা সীমিতকরণ অথবা খাসকরণ।

অতিরিক্ত বিধান আরোপে (زائدة) : কুরআনে বর্ণিত হয়নি কিন্তু হাদীসে এসেছে। যেমন, হুরমাতে রিযা'য়ার বিধান, পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম হারাম ইত্যাদি।

الأربعين النووية

ইমাম নববীর ৪০ হাদীস

বিষয়: হাদীসের প্রামাণিকতা

আয়োজনে

তাহযিব ইনস্টিটিউট

দ্বীনি জ্ঞানার্জনের উন্মুক্ত প্লাটফর্ম

www.tahzibinstitute.com

হাদীস মানতেই হবে

কুরআন থেকে দলিল:

- ❑ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۝٥ [النجم: 3-5]

আর সে মনগড়া কথাও বলে না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়। তাকে শিক্ষা দিয়েছে প্রবল শক্তিধর। (সুরা নাজম: ৩-৫)

- ❑ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَٰلَكُمْ ۝٣٣ ﴾ [محمد : ۝٣٣]

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না। (সুরা মুহাম্মাদ: ৩৩)

- ❑ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۝٧ [الحشر: 7]

রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। (সুরা হাশর: ৭)

হাদীস মানতেই হবে

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦ ﴾ [الاحزاب : ٣٦]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু’মিন পুরুষ কিংবা মু’মিনা নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দুরে সরে পড়ল। (সুরা আহযাব: ৩৬)

قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٢ [آل عمران: 32]

বল, ‘তোমরা আল্লাহর ও রসূলের আজ্ঞাবহ হও’। অতঃপর যদি তারা না মানে, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না। (সুরা আলি ইমরান: ৩২)

وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١ [البقرة: 231]

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর কিতাব ও জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী (সুন্নাত) যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন, যদ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর আর আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সুরা বাক্বারা: ২৩১)

হাদীস মানতেই হবে

হাদীস থেকে দলিল:

«من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله ....».

“যে আমার অনুসরণ করল সে আল্লাহর অনুসরণ করল। আর যে আমার নাফরমানি করল সে আল্লাহর নাফরমানি করল ...” বুখারি: (২৭৫২)

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَ...

জেনে রাখো! আমাকে কিতাব এবং তার সঙ্গে অনুরূপ কিছু দেয়া হয়েছে। জেনে রাখো! এমন এক সময় আসবে যখন কোনো প্রাচুর্যবান লোক তার আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ করো, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল এবং যা হারাম পাবে তা হারাম মেনে নিবে।... (আবু দাউদ: ৪৬০৪)

হাদীসের প্রামাণিকতা

«" إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ
"». رواه البيهقي وغيره

“আমি তোমাদের মধ্যে দু’টি বস্তুকে রেখে দিয়েছি, তার পরবর্তীতে তোমরা গোমরাহ হবে না, আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত। এ দু’টি বস্তু পৃথক হবে না যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার নিকট উপস্থিত হয়”। বায়হাকি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীস অস্বীকারের ফিতনা

হাদীস অস্বীকারকারিরা সুস্পষ্টভাবে কাফের ও ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। বর্তমানেও এমন শ্রেণি রয়েছে যারা কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু মানতে নারাজ। এমন ঈমানবিধ্বংসী আক্বিদা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে কেননা এর মাধ্যমে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করছে। এমন কিছু দল হলো-

- কট্টর শিয়া বা রাফেজি গোষ্ঠী
- আহলুল কুরআন
- ওরিয়েন্টালিস্ট বা পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবিত গোষ্ঠী
- বিবেককে শরয়ী দলিলের উপরে প্রাধান্য দানকারি শ্রেণী

الأربعين النووية

ইমাম নববীর ৪০ হাদীস

বিষয়: হাদীসের গঠন পরিচিতি

আয়োজনে

তাহযিব ইনস্টিটিউট

দ্বীনি জ্ঞানার্জনের উন্মুক্ত প্লাটফর্ম

www.tahzibinstitute.com

হাদীসের গঠন পরিচিতি

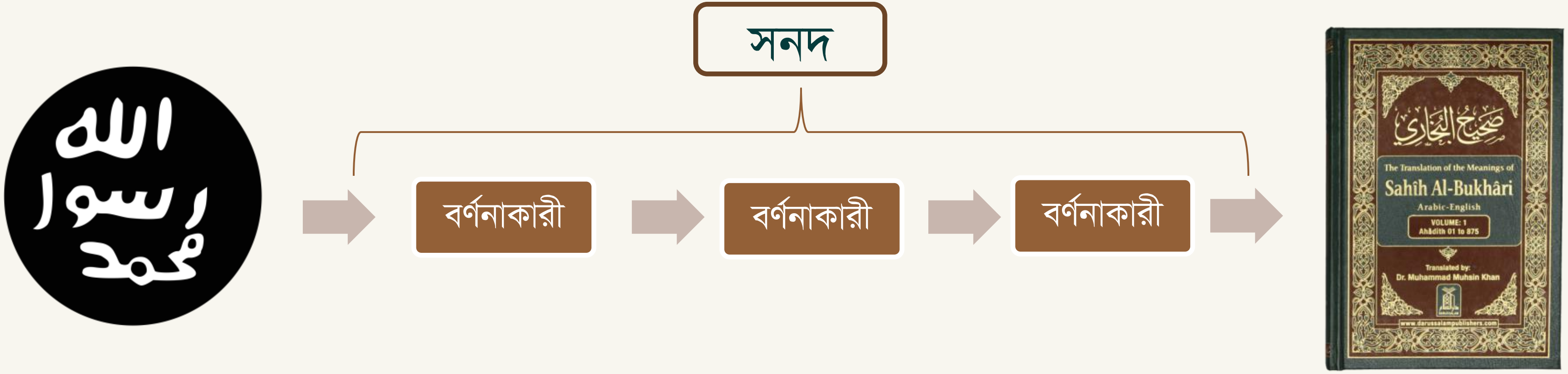
الله
رسول
محمد
صحيح البخاري
The Translation of the Meanings of
Sahîh Al-Bukhâri
Arabic-English
VOLUME: 1
Ahâdith 01 to 875
Translated by:
Dr. Muhammad Muhsin Khan
www.darussalampublishers.com

সনদ

বর্ণনাকারী → বর্ণনাকারী → বর্ণনাকারী

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
.إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ "

(বুখারী: ৬০৬৫)

লক্ষ্য করুন

সনদ

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ".

মতন

একটি হাদীসের দুটি অংশ থাকে। হাদীসটি যে সূত্রে বা যার মাধ্যমে বর্ণিত হয় সে অংশটিকে **‘সনদ’** বলা হয়। সনদে একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারে। বর্ণনাকারীকে আরবীতে **‘রাবি’** বলা হয়। আর রাসূল সা. এর কথা বা মূল অংশকে **‘মতন’** বা মূল টেক্সট বলা হয়। একটি হাদীসের শুদ্ধতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সনদের গুরুত্ব অপরিসীম।

সহীহ হাদীসের পরিচয়

ما رواه عدل، تام الضبط، بسند متصل، غير معلل و لا شاذ

পরিভাষায় যে হাদীসের মধ্যে ৫টি শর্ত বিদ্যমান তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়:

(1) **‘ন্যায়পরায়ণতা’:** হাদীসের সকল রাবী সত্যবাদী বলে প্রমাণিত,

(2) **‘প্রবল ধী শক্তি’:** সকল রাবীর ‘নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা’ পূর্ণরূপে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত,

(3) **‘ধারাবাহিকতা প্রমাণিত হওয়া’:** সনদের প্রত্যেক রাবী তাঁর ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে হাদীসটি শুনেছেন বলে প্রমাণিত,

(4) **‘ত্রুটি মুক্ত’:** হাদীসটির মধ্যে সুক্ষ্ম কোনো সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি নেই বলে প্রমাণিত

(5) **‘বৈপরিত্য মুক্ত’:** হাদীসটি অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমাণিত।

ইরাকী, আত-তাকয়ীদ, পৃ: ২৩-২৫; ফাতহুল মুগীস, পৃ: ৭-৮; সাখাবী, ফাতহুল মুগীস ১/২৫-৩১; সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী ১/৬৩-৭৪; মাহমূদ তাহ্হান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ৩৪-৩৬।

الأربعين النووية

ইমাম নববীর
৪০ হাদীস

বিষয়: হাদীসে কুদসির পরিচয়

আয়োজনে

তাহযিব ইনস্টিটিউট

দ্বীনি জ্ঞানার্জনের উন্মুক্ত প্লাটফর্ম

www.tahzibinstitute.com

হাদীসে কুদসী পরিচিতি

‘কুদস’ শব্দের অর্থ হচ্ছে – পবিত্র, যা দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। قُدُّوس অর্থ পবিত্র অথবা বরকতময় এটি আল্লাহ তাআ’লার গুনবাচক নাম সমূহের একটি নাম।

হাদিসে কুদসির সংজ্ঞা: যেসব হাদিস আল্লাহ তা‘আলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তাই হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসিকে হাদিসে ইলাহি, অথবা হাদিসুর রাব্বানি ইত্যাদি বলা হয়। কারণ, এসব হাদিসের সর্বশেষ স্তর আল্লাহ তা‘আলা।

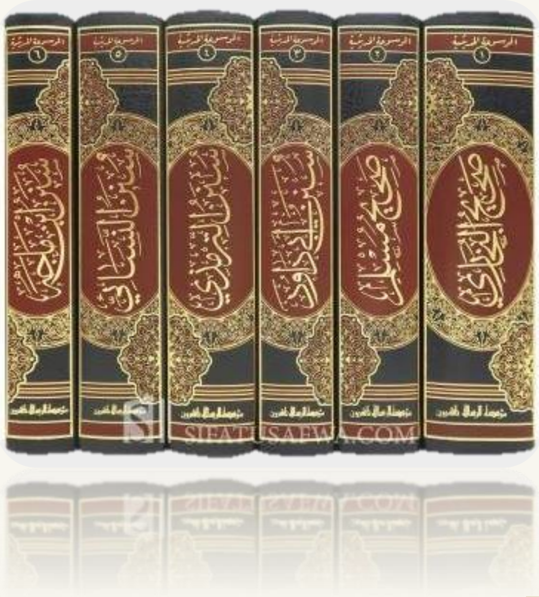

www.tahzibinstitute.com

হাদীসে কুদসির একটি উদাহরণ

ইমাম আহমদ ও নাসায়ি সহি সনদে বর্ণনা করেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمفِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ».

ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: “আমার বান্দাদের থেকে যে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হিসেবে বের হয়, আমি তার জিম্মাদার। যদি আমি তাকে ফিরিয়ে দেই, প্রতিদান অথবা গণিমতসহ ফিরিয়ে দেব। আর আমি যদি তাকে গ্রহণ করি, তাকে ক্ষমা করে দিব ও তার উপর রহম করব”। *আহমদ: (২/৫৯৪১), নাসায়ি: (৬/১৮)*

www.tahzibinstitute.com

হাদীসে কুদসি ও কুরআন কারিম

কুরআন কারিম ও হাদীসে কুদসির মধ্যে পার্থক্য	
কুরআনুল কারিমের সকল শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরীলের মাধ্যমে এবং মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে এটি আমরা পাই। এটি মুজিজা।	হাদীসে কুদসির অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে কিন্তু শব্দ রাসূল সা. এর। এটি কখনো একক, কখনো মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে পাই। এর মধ্যে সহীহ, দুর্বল হাদীসও রয়েছে। এটি মুযিযা নয়।
সালাতে কুরআন কারিম পড়া ফরজ	হাদীসে কুদসি সালাতে পড়ার কোনো বিধান নেই
কুরআন কারিম তেলাওয়াত করা ইবাদত ও প্রতি হরফে দশ নেকি। অযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ বৈধ নয়।	হাদীসে কুদসি পাঠে এমন সওয়াব নেই। তা অযু ছাড়াও ধরা যায়।

হাদীসে কুদসি ও হাদীসে নববী

হাদীসে কুদসি ও হাদীসে নববীর মধ্যে পার্থক্য	
হাদীসে কুদসি মহান আল্লাহর দিকে সম্পর্ক করা বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ এর সর্বশেষ স্তর মহান আল্লাহ সুব.।	অপরদিকে হাদীসে নববী রাসূল সা. এর দিকে সম্পর্ক করা হয়। এর সর্বশেষ স্তর রাসূল সা.।
হাদীসে কুদসি শুধু ‘কওলি’ বা মহান আল্লাহর কথা বিশেষ।	হাদীসে নববী রাসূল সা. এর কথা, কাজ, মৌন সমর্থন ও তাঁর সৃষ্টি এবং অভ্যাসগত বর্ণনার সমষ্টি।

الأربعين النووية

ইমাম নববীর
৪০ হাদীস

বিষয়: হাদীস সংকলের ইতিহাস

আয়োজনে

তাহযিব ইনস্টিটিউট

দ্বীনি জ্ঞানার্জনের উন্মুক্ত প্লাটফর্ম

www.tahzibinstitute.com

হাদীস সংকলনের ইতিহাস

প্রাথমিক যুগে হাদীস সংরক্ষণ:
ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবীরা সরাসরি রাসূল সা. থেকে হাদীস শুনতেন, হিফজ করতেন, কেউ কেউ লিখতেন এবং আমলের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতেন। সে সময় হাদীস সংকলন (স্বতন্ত্র কিতাবে) না হলেও সকলেই তারা মুখস্থ করতেন এবং সংরক্ষণ করতেন।

হাদীস সংকলনের ধাপসমূহ

১. হাদীসসমুহ একত্রিকরণ (হিজরী ১ম শতকের শেধার্ধে)
ইবনে হাজার আসক্বালানি রহ. বলেন, হিজরী ১ম শতকের মাথায় খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের নির্দেশে সর্বপ্রথম ইবনে শিহাব যুহরি রহ. রাসূল সা. এর হাদীসসমূহ খাতায় লিপিবদ্ধ করেন।

২. হাদীসের কিতাব সংকলন (২য় হিজরীর মধ্যবর্তী সময়)
এ সময়ে হাদীসের কিতাব সংকলনে অগ্রগণ্য ছিলেন, আবদুল মালিক বিন আবদুল আজিজ (১৫০ হি.), মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (১৫১ হি.), ইমাম মালিক বিন আনাস (১৭৯ হি.) রহ. সহ প্রমুখ।

৩. হাদীসের কিতাব বিন্যাসকরণ (হিজরী ৩য় শতক)
এটি হাদীস সংকলন ও বিন্যাসকরণের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এ সময়েই রচিত হয় হাদীসের বিখ্যাত ও গ্রহণযোগ্য সংকলনসমূহ। যেমন, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ইত্যাদি। পরবর্তী দুই শতকও এই ধারা অব্যাহত থাকে।

হাদীসের গ্রন্থসমূহের প্রকার

- **জাওয়ামি:** যে সকল কিতাবে দ্বীনের সকল মৌলিক বিষয় স্থান পেয়েছে। বিশেষত আটটি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, আক্বাইদ, আহকাম, আদাব, সিয়ার, তাফসির, ফিতান, কিয়ামতের আলামত ও মানাক্বিব। যেমন বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি ইত্যাদি।
- **সুনান:** যে সকল কিতাবে ফিক্বহি ধাঁচে আহকামসমূহ রাসূল সা. থেকে মারফু সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি।
- **মুওয়াত্বয়াত্ব:** যে সকল কিতাবে ফিক্বহি ধাঁচে মারফু, মাক্বতু, ও মাওক্বুফ সূত্রে হাদীস স্থান পেয়েছে। এ ধরনের সংকলনে লেখকের বক্তব্যও যুক্ত থাকে। যেমন, মুয়াত্বা ইমাম মালেক, মুয়াত্বা ইবনে ওয়াহাব রহ. ইত্যাদি।
- **মাসানিদ:** যে সকল কিতাবে সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসগুলো ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হয়। যেমন, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আবি শাইবাহ ইত্যাদি।

الأربعين النووية

ইমাম নববীর
৪০ হাদীস

বিষয়: হাদীসের ৬টি প্রসিদ্ধ কিতাব

আয়োজনে

তাহযিব ইনস্টিটিউট

দ্বীনি জ্ঞানার্জনের উন্মুক্ত প্লাটফর্ম

www.tahzibinstitute.com

‘কুতুবুস সিত্তাহ’ বা ‘সিহাহ সিত্তাহ’ এমন শব্দ কখনো শুনেছেন কি?

www.tahzibinstitute.com

কুতুবুস সিত্তাহ (হাদীসের উল্ল্যেখযোগ্য ছয়টি কিতাব)

আরবী ‘সিত্তাহ’ অর্থ ছয়। ‘কুতুব’ শব্দটি কিতাবের বহুবচন। উভয়টি মিলে অর্থ, ‘ছয়টি কিতাব’। মূলত, এই পরিভাষা দিয়ে হাদীসের অতি প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাবকে বোঝানো হয়। সর্বপ্রথম এই পরিভাষা ব্যবহার করেন, বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবুল ফজল মাকদিসি রহ. (৫০৭ হি.)।

যদিও ভারতীয় উপমহাদেশে এই ছয়টি কিতাবকে একত্রে ‘সিহাহ সিত্তা’ বা ‘বিশুদ্ধ ছয়টি কিতাব’ বলে চিনে থাকে। এটি আসলে ভুল। এই ছয়টি হাদীসের বাইরেও অনেক সহীহ হাদীসের সংকলন রয়েছে।

হাদীসের উল্ল্যেখযোগ্য ছয়টি গ্রন্থের পরিচিতি ও রচয়িতা

গ্রন্থের নাম	সংকলকের নাম	হাদিসের সংখ্যা
সহিহুল বুখারি	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (১৯৪-২৫৬) হি.	৭২৭৫ টি
সহীহ মুসলিম	আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম (২০৪-২৬১) হি.	৯২০০ টি
সুনানে আবু দাউদ	আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আস আছ (২০২-২৭৫) হি.	৫১৮৪ টি
সুনানে আল নাসাঈ	আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে আলী ইবনে শোয়াইব (২১৫-৩০৩) হি.	৫৭৫৮ টি
জামিউত তিরমিজী	আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিজী (২০৯-২৭৯) হি.	৩৬০৮ টি
সুনানে ইবনে মাজাহ	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ (২০৯-২৭৩) হি.	৪৩৪১ টি

নোট: উপরোক্ত কিতাবগুলোর মধ্যে বুখারি ও মুসলিম ব্যতীত বাকি কিতাবগুলোতে সহীহ ছাড়াও দুর্বল হাদীস রয়েছে। আবার এর বাইরেও সহীহ হাদীসের আরো অনেক কিতাব রয়েছে।